## মাল্টিমিটারিং

# টেলিফোন গ্রাহকদের বিড়ম্বনা

রিপোর্ট: **বদরুল আলম নাবিল**
সহযোগিতা: **ফাহিম হুসাইন**

*টেলিফোন যোগাযোগ ভবন*

১ জুলাই থেকে লোকাল কলে মাল্টিমিটারিং বিলিং পদ্ধতি চালু করেছে টিএন্ডটি। ইতিপূর্বে প্রতিটি লোকাল কলের জন্য গ্রাহককে দিতে হতো ১.৭০ টাকা, তাতে কলটি যত দীর্ঘই হোক না কেন। মাল্টিমিটারিং পদ্ধতিতে এখন প্রতি ৫ মিনিটকে একটি কল হিসেবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে একটি কলের বিল ১.৫০ টাকা। ৫ মিনিটের পর ১ সেকেন্ড বেশি কথা বললেও ২টি কলের সমপরিমাণ ৩ টাকা বিল দিতে হবে।

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (টিএন্ডটি) মাল্টিমিটারিং চালু করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা রকম ব্যাখা দিলেও এ পদ্ধতিটি চালু করার একমাত্র উদ্দেশ্য রাজস্ব আয় বাড়ানো। পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক টিএন্ডটি বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'গ্রাহকরা যাতে ফোন করা মাত্রই সংযোগ পেতে পারে, ট্রাফিক ফ্রি থাকে সে জন্যই মূলত এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু ডিজিটাল টেলিফোনে ট্রাফিক জ্যামের কারণে লোকাল কলে সংযোগ পাওয়া যায়নি এমন কথা কেউ কোনো কালে শুনেছে বলে আমরা জানি না।

পৃথিবীর অনেক দেশে লোকাল কলের জন্য ফোন বিল নেয়া হয় না। লোকাল কল ফ্রি। মানুষকে টেলিফোন ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নশীল অনেক দেশে। আর এটা ফ্রি করে দেয়া সম্ভব হয় এই কারণে যে টেলিযোগাযোগ হচ্ছে এমন একটা টেকনোলজি, যেখানে প্রথম স্থাপনা (এক্সচেঞ্জসহ) তৈরির পর পরিচালনা ব্যয় খুব যৎসামান্য। প্রথমবার স্থাপনাটা তৈরিতেই যা খরচ হয়।

টিএন্ডটি কর্মকর্তারা মাঝেমধ্যেই দাবি করে বসেন টিএন্ডটি বোর্ড বাংলাদেশের লাভজনক গুটি কয়েক সরকারি সংস্থার অন্যতম। কিন্তু তারা এটা বলেন না যদি যথেষ্ট গ্রাহক থাকে টেলিযোগাযোগ এমন একটি খাত যেখানে লাভ ছাড়া লস হওয়ার সুযোগ নেই।

স্থাপনা তৈরির পর যেহেতু আর তেমন কোনো খরচ নেই, তাই টেলিফোন কল থেকে যা বিল আদায় হবে তার সবটাই প্রায় আয়। আর প্রথম স্থাপনা তৈরি করে দেয় সরকার,

### টেলিফোন বিল ২ লাখ টাকা!

৫৬ সার্কুলার রোড, হাতিরপুলের মোস্তফা কামালের বাসার টেলিফোনটির গত মে মাসের বিল এসেছে ১ লাখ ৯৬ হাজার ৫৮২ টাকা! একটি ফোন থেকে যদি ১ মাস প্রতি মিনিটে একটি করে কল করে তবে কল প্রতি ১ টাকা ৭০ পয়সা হারে সর্বোচ্চ বিল হতে পারে ৭৩ হাজার ৪৪০ টাকা। যদি প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একটি করে অনবরত কল করা হয় এক মাস, তাহলে সর্বোচ্চ বিল হতে পারে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৮৮০ টাকা। প্রতি মিনিটে বা প্রতি ৩০ সেকেন্ডে সবকিছু বাদ দিয়ে একটি করে কল করা কি কারো পক্ষে সম্ভব! তবুও যদি করা হয় তাতেও তো ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা বিল হওয়া সম্ভব না। এদিকে নীলক্ষেত এক্সেঞ্জের ঐ ডিজিটাল ফোনটি ঐ মাসে ১০দিন সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল এনালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তরের কাজ করার কারণে। ঐ মাসের ৩ তারিখ ফোনটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক্সেচেঞ্জে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, এনালগ নম্বর ডিজিটালে রূপান্তরের কারণে সাময়িক সমস্যা হয়েছে, ঠিক হয়ে যাবে। ১০ দিন পর ফোনটি সচল হয় এবং নম্বরটি ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়। তাহলে ২০ দিনে ঐ টেলিফোনটির বিল হয়েছে ১ লাখ ৯৬ হাজার ৫৮২ টাকা। অর্থাৎ মোস্তফা কামালের বাসার ফোনটি থেকে প্রতি দু'মিনিটে পাঁচটির বেশি ফোন করা হয়েছে। টিএন্ডটির এই অবিশ্বাস্য হিসাবের ভোগান্তি কবে শেষ হবে?

টিএন্ডটি নিজস্ব অর্থায়নে তা করে না। বরং টিএন্ডটির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অপকর্ম না করে যদি গ্রাহকসেবা দেয়ার দিকে মনোনিবেশ করতো তবে গ্রাহকদের আস্থা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ খাতে দেশের আয় আরো অনেক বাড়াতে পারতো।

**তথ্যই শক্তি**

যেকোনো দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি নির্ধারণের জন্য টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন একটি অন্যতম সূচক হিসেবে ধরা হয়। তথ্য এখন উন্নয়নের জন্য বড় সহায়ক শক্তি। যে দেশ অর্থনৈতিকভাবে যতটা উন্নত তারা তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে ততটা উন্নত। প্রযুক্তির এই যুগে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন দ্বারা যেকোনো দেশ তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। তবে এজন্য অবশ্য তথ্য প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করে সব মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম অল্প সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ খাতে ঈর্ষণীয় উন্নয়ন সাধন করেছে। এক সময়ের চরম বৈরী দেশ আমেরিকা এখন সেখানে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী।

অথচ এই আমেরিকার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়েছে বছরের পর বছর। ভিয়েতনাম এ সেক্টরের উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ শুরু করেছিল বলেই বিনিয়োগকারীরা সেখানে গিয়ে হামলে পড়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে টেলিযোগাযোগ সেক্টরে রীতিমত বিপ্লব সাধিত হয়েছে। দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা সংযোগ ফি জমা দিলে (গ্রামের দিকে আরো কম) দুই দিনের মধ্যে টেলিফোন সংযোগ পাওয়া যায়। টেলিযোগাযোগ সেক্টরের এই বিপ্লবের ফলে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবও শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ১৮ হাজার ৪০০ টাকা সংযোগ ফি জমা দিয়ে আরো ১৮ হাজার ঘুষ দিয়েও এক বছর অপেক্ষা করতে হয় সংযোগ পেতে। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার দেশ পাকিস্তানও এখাতে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি শুধু সিদ্ধান্তহীনতা আর দুর্নীতির কারণে। সংযোগ পাবার পরও ফোন লাইনের নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবহার নির্ভর করছে লাইনম্যানের দয়ার ওপর, অবশ্য ডিজিটাল এ কনভার্ট হবার ফলে ভুতুড়ে বিলের প্রভাব উল্লেখ যোগ্য কমেছে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতাটা এখানে এতই ভয়ঙ্কর যে, একটা প্রস্তাব হওয়ার পর তা মন্ত্রণালয়, ইআরডি, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ইত্যাদি ঘুরে আসতে ৩ থেকে ৪ বছরের বেশি সময় লেগে যায়। যেমন টিএন্ডটি বোর্ড মোবাইল সংযোগ দেয়া শুরু করবে এমন কথা আমরা শুনে আসছি। গত আওয়ামী লীগ সরকারে শুরু থেকে বছরের পর বছর ফাইল চালাচালি হয়েছে কিন্তু সে প্রকল্প এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনার টেবিলেই আছে। গার্মেন্টস শিল্পের যেখানে বেহাল অবস্থা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে; এ সময় বাংলাদেশের একমাত্র সুযোগ তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির জন্য টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের উন্নয়ন অপরিহার্য।

**গ্রাহক সেবা**

ফ্যাক্সের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে টিএন্ডটি বোর্ডের টেলিগ্রাফ সেকশনের বেশকিছু কর্মচারীর এখন কোনো কাজ নেই। সম্প্রতি

# ‘আমাদের সেবা পুলিশের চেয়ে ভালো’

**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,** *টিএন্ডটি কর্মকর্তা*

***সাপ্তাহিক ২০০০ : কেন আপনারা Multimetering টেলিফোন বিল সিস্টেম চালু করলেন?***

**নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক টিএন্ডটি কর্মকর্তা :** দেখুন, মানুষের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে। সাধারণ লোক ফোন করতে গিয়ে লাইন পায় না। ঘন্টার পর ঘন্টা বিনা কারণে ফোন লাইন বিজি রাখে অনেকে। তাই সুষ্ঠু গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে এবং BTTB-র রাজস্ব বাড়ানোর জন্য মাল্টিমিটারিং পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু হলো।

***২০০০ : আপনারা বুঝলেন কিভাবে বর্তমান কলিং পদ্ধতি জনগণের জন্য ক্ষতিকর? এ ব্যাপারে BTTB কি কোনো সার্ভে করেছে?***

**কর্মকর্তা :** আমাদের সার্ভে অন্যরকম। আমরা দেখি বিভিন্ন কলের সময় কতটুকু। সে অনুযায়ী দেখা যায় ৫ মিনিটের মধ্যেই কথা শেষ করে ফেলে এক বিশাল সংখ্যক গ্রাহক। সুতরাং আমাদের সীমিত সংখ্যক চ্যানেলগুলো ব্যস্ত করে রাখে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ– আর তাদের জন্য সাধারণ User রা আর লাইন পান না। সব মিলিয়ে এই অবস্থা গ্রাহকদের জন্য ক্ষতিকর তো বটেই।

***২০০০ : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে লোকাল কল ফ্রি করে দেয়া হচ্ছে, সেখানে এরকম সিদ্ধান্ত পিছু হটা নয় কি? এমনিতেই বাংলাদেশে টেলিফোন কল রেট বিশ্বের সর্বোচ্চ রেটের একটি।***

**কর্মকর্তা :** আপনার কথা ঠিক। কিন্তু বাংলাদেশের স্বল্পসংখ্যক সরকারি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টিএন্ডটি বোর্ড অন্যতম। এ খাতের রাজস্ব দিয়ে রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে কাজে লাগানো হয়।

মাল্টিমিটারিং চালুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা লোকাল কল চার্জ ১২% কমিয়েছি। আশা করছি এতে করে ফোন ব্যবহার বাড়বে।

***২০০০ : বিটিটিবি'র রাজস্ব আয় পরিস্থিতি কেমন?***

**কর্মকর্তা :** বিগত অর্থবছরে BTTB-র আয়ের পরিমাণ ১৬০০ কোটি টাকা, এর আগের বছর তা ছিলো ১৩৫০ কোটি টাকা ।

***২০০০ : বিটিটিবি'র গ্রাহক সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন।***

**কর্মকর্তা :** আমাদের গ্রাহক সেবায় সমস্যা হলো প্রধাণত দুটো– (১) সময় মতো গ্রাহকদের টেলিফোন না দিতে পারা, (২) ফল্‌স বিলিং। আপনি যদি কোনো সমস্যা নিয়ে পুলিশের কাছে যান একেক ব্যক্তি একেক রকম আচরন করবে। ওসি এক রকম, এসআই এক রকম, কনেস্টেবল এক রকম তাদের ওপরের কেউ আরেক রকম আচরণ করবে। কিন্তু এদের সবার আচরণ আপনার কাছে নেগেটিভ মনে হবে। আমাদের গ্রাহক সেবা পুলিশের চেয়ে ভালো।

***২০০০ : টেলিফোন সংযোগ ফি ১৮ হাজার থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকা করার প্রস্তাবটি কি অবস্থায় আছে?***

**কর্মকর্তা :** টেলিফোন সংযোগ ফি এবং সংযোগ দেবার সময় কমিয়ে আনার ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, তবে এখনও প্রচুর আনুষ্ঠানিকতা বাকি। সংযোগ ফি'র সঙ্গে সংগতি রেখে, স্থানান্তর ফি, রি-কানেকশন ফি এবং নাম পরিবর্তন ফি যথাক্রমে ২৫০০, ৭০০০ এবং ৫০০০ থেকে কমাতে হবে।

## বিটিটিবি'র স্থানীয় ও বৈদেশিক রাজস্ব আয়

| সাল | স্থানীয় মুদ্রা | বৈদেশিক মুদ্রা | মোট |
|---|---|---|---|
| ১৯৯৬-৯৭ | ৭৩৬,২০.০৮ | ৩৩৬,২৭.৬১ | ১০৭২,৪৭.৮৯ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ৭৮৩,৯৬.৫৮ | ৪৬১,২৭.৪০ | ১২৪৫,২৩.৯৮ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ৮৪১,৭৩.০৭ | ৪১২,৫১.৭৪ | ১২৫৪,২৪.৮১ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ৯৪৬,৭৩.৮২ | ৪৫৩,৯৩.৮২ | ১৪০০,৬৭.৬৪ |
| ২০০০-২০০১ | ৮৬২,৫৩.৫৮ | ৪৪২,৬৮.৩৫ | ১৩০৫,২১.৯৩ |

এই লোকগুলোকে দিয়ে টেলিফোন বিল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে টিএন্ডটি। এর আগে বিল ডাকযোগে পাঠানো হতো, কিন্তু এতে অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বরং কোথাও কোথাও আরো খারাপ হয়েছে। সময়মত গ্রাহকরা বিল পাচ্ছেন না। এক মাসের বিল পাচ্ছে, তো তার আগের দুই মাসের বিল পাচ্ছেন না। এদিকে নতুন নিয়ম করা হয়েছে, কারো তিন মাসের বিল বাকি পড়লে লাইন কাটা হবে।

আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি, অনেক গ্রাহক এখন পর্যন্ত মে এবং জুন মাসের বিল পাননি। কেউ কেউ এপ্রিল মাসের বিলও হাতে পাননি। এ অবস্থায় তিন মাস পরে কোনো নোটিশ ছাড়াই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করছে টিএন্ডটি। বিল পরিশোধ না করলে শাস্তিস্বরূপ গ্রাহকের লাইন কাটা হয়। কিন্তু বিল না পৌঁছালে টিএন্ডটির কর্মচারীদের কোনো শাস্তি হয় না।

গত মে মাসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল, ১৫ দিন আগে নোটিশ না দিয়ে কোনো গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

কিন্তু তার পর পরই জুন মাসে কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই ৩ মাস বিল বাকি পড়েছে এ অজুহাতে হাজার হাজার টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ঐ সময়ে এই প্রতিবেদক তেজগাঁও টেলিফোন বিলিং অফিসে গিয়ে আগত গ্রাহকদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছে, তারা কেউ বিল পাননি বলে বিল পরিশোধ করতে পারেননি।

বিল তৈরির শত শত গ্রাহক সে সময় প্রতিদিন ভিড় করেছিল তেজগাঁও-এর সে অফিসে।

গ্রাহক সেবার যেখানে এই করুণ হাল, সেখানে এ অবস্থার কোনো রকম উন্নয়ন না করে মাল্টিমিটারিং চালু করে গ্রাহকদের ওপর বাড়তি বিলের বোঝা চাপিয়ে দেয়ার কোনো অধিকার কি টিএন্ডটির আছে?

আপাত দৃষ্টিতে ল্যান্ড ফোনই টিএন্ডটির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার মনে হলেও তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বাংলাদেশ টিএন্ডটির সর্বোচ্চ ক্ষমতার কেবল ২০-৩০ ভাগই ব্যবহার করছে। আর বাকি ৭০ ভাগ এখনো উদ্যোগের অভাবেই অসম্ভব, অবাস্তব হয়ে আছে। এমনি অবস্থায় মাল্টিমিটারিং অনেকটাই মরার ওপর খড়ার ঘাঁর মতো।

**টিএন্ডটির আয়-ব্যয়**

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মোট ১৯ হাজার ৮১৪ জন। এদের বেতন-ভাতা এবং সম্পদ সংরক্ষণ খাতে প্রতিবছর ব্যয় হয় প্রায় সোয়া ৫০০ কোটি টাকা।

২০০০-০১ অর্থবছরে বোর্ড মোট রাজস্ব আয় করেছিল ১৩০৫ কোটি ২১ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে যা ছিল ১৪০০ কোটি ৬৭ লাখ ৬৪ হাজার টাকা। ২০০১-০২ অর্থবছরে টিএন্ডটি আইএসডি এবং এনডব্লুডি কল চার্জ ৫০ শতাংশ কমিয়েছিল। তারপরও এই অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আয় হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে কল চার্জ ৫০ শতাংশ হ্রাস করার কারণে আইএসডি এবং এনডব্লুডি কলের হার ৬৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। অনেকে মনে করছেন টিএন্ডটির মাল্টিমিটারিং পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী হতে পারে, কেননা এর ফলে টেলিফোন ব্যবহার করার প্রবণতা কমে যেতে পারে। বরং লোকাল কল চার্জ আরো বেশি পরিমাণে কমালে টেলিফোন ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়তো, টিএন্ডটির রাজস্ব বাড়তো, যে সুফল তারা পেয়েছিল এনডব্লুডি এবং আইএসডি কল চার্জ কমিয়ে। টিএন্ডটি মাল্টিমিটারিং পদ্ধতি চালু না করেও কিছু ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে রাজস্ব আয় বাড়তে পারতো। তারা রাজস্ব বাড়ানোর কথা বলছে অথচ বকেয়া পাওনা আদায় করছে না। বর্তমানে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বকেয়া পাওনা রয়েছে গ্রাহকদের কাছে।

এই খেলাপি গ্রাহকদের মধ্যে মোবাইল কোম্পানিগুলো এবং রাজনৈতিক নেতারা অন্যতম। তাদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের কোনো উদ্যোগ নেই অথচ মাল্টিমিটারিং চালু করে, নোটিশ ছাড়া গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে (কোনো কারণ ছাড়াই) সাধারণ গ্রাহকদের অধিকার ক্ষুন্ন করার পদক্ষেপ একটার পর একটা হাতে নিচ্ছে। এই অসুস্থ ধারা আর কত দিন চলবে?

টেলিযোগাযোগ খাতে বেসকারি উদ্যোগতা নিয়োগের চিন্তা চলছে। টিএন্ডটির এই অতি মুনফা লাভের প্রবৃত্তি বেসরকারি উদ্যোগতাকে একই কাজে দ্বিগুন উৎসাহিত করবে। টেলিফোনটা শুধু প্রয়োজন নয়। এটা এখন বিনোদন এবং ডিসকাসনের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করছে। ঢাকায় বিনোদনের সুযোগ খুব কম তাই অনেকে টেলিফোনে গল্প করে বিনোদন নেয়ার চেষ্টা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা সহপাঠীর সাথে ডিসকাসনও করে টেলিফোনে। মাল্টিমিটারিং এর কবলে পরে এসবই এখন বন্ধ হতে বসেছে।

ফোন একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতোই হয়ে গেছে। আর এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে নতুন টেকনোলজির মোবাইল। যার ফলে NWD, ISD কলচার্জ কমাতে টিএন্ডটি বাধ্য হয়েছিল। আর সেই একই প্রতিষ্ঠান মাল্টিমিটারিং-এর মাধ্যমে আয় বাড়াতে চাচ্ছে। অথচ এখানে বাদ পড়ে যাচ্ছে গ্রাহক আগ্রহের কথা। গ্রাহক আগ্রহ যদি কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য না হয়, তাহলে মাল্টিমিটারিং কি আসলেই আয় বাড়াবে?

ছবি: **এন্ড্রু বিরাজ**

## বিনিয়োগকৃত মূলধন

বিভিন্ন অর্থবছরের বিটিটিবি খাতের বিনিয়োগ নিম্নরূপ

| আর্থিক সাল | লক্ষ টাকায় টাকার পরিমাণ |
|---|---|
| ১৯৯৬-৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত | ২৩৭০,৫৬.৩৪ |
| ১৯৯৬-৯৭ সালের বিনিয়োগ | ২০৩,৯২.৮৪ |
| ১৯৯৭-৯৮ সালের বিনিয়োগ | ১৬১,৯২.৩৭ |
| ১৯৯৮-৯৯ সালের বিনিয়োগ | ২৬৪,৩০.৮৭ |
| ১৯৯৯-২০০০ সালের বিনিয়োগ | ৪৬৭,৭৪.৩১ |
| ২০০০-২০০১ সালের বিনিয়োগ | ৪৬৪,১৪.২৭ |
| ২০০০-০১ সাল পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ | ৩৯৩২,৬১.০০ |